CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM III CC7: PERSPECTIVES ON INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY

TOPIC C-V: An Overview of Twentieth Century IR History
Cold War: Different Phases
শীতল যুদ্ধ : বিভিন্ন পর্যায় সমূহ

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

Cold War: Different Phases

শীতল যুদ্ধ : বিভিন্ন পর্যায় সমূহ

শীতলযুদ্ধ (বা স্নায়ুযুদ্ধ - Cold War) হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রসমূহ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রসমূহের মধ্যকার টানাপোড়েনের নাম। ১৯৪৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এর বিস্তার ছিল। প্রায় পাঁচ দশকব্যাপী সময়কালে এই দুই শক্তিশালী দেশের মধ্যকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রাজনৈতিক মতানৈক্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেহারা নিয়ন্ত্রণ করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশসমূহ ছিল গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের স্বপক্ষে; আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র দেশসমূহ ছিল সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রপন্থী। স্নায়ুযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান মিত্র ছিল যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, জাপান ও কানাডা। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে ছিল পূর্ব ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র, যেমন বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি ও রোমানিয়া। শীতলযুদ্ধ বা স্নায়ুযুদ্ধের কিছুকাল যাবৎ কিউবা এবং চীন সোভিয়েতদের সমর্থন দেয়। যেসমস্ত দেশ দুই পক্ষের কাউকেই সরকারিভাবে সমর্থন করত না, তাদেরকে নিরপেক্ষ দেশ বলা হত। তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষ দেশগুলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশ ছিল। অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাটকীয় পরিবর্তন ও পতনের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

প্রথম শীতল যুদ্ধ

১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল, এই ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হলেও ১৯৩৯ সালের আগে এশিয়ায় সংগঠিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের বেশ কয়েকটি সমস্যা উভয় পক্ষকে পারস্পরিকভাবে সরাসরি লড়াইয়ের মুখে ঠেলে দেয়, কিন্তু পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করবার আগেই দুই শিবিরই সংযত আচরণের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা রক্ষায় সফল হয়েছিল|

প্রথম সমস্যাটি হলো বার্লিন সংকট (Berlin Crisis) ১৯৪৮-৪৯ : আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই চার মিত্র শক্তি (Allied Powers) ১২ ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ সালের লন্ডন বিধি (London Protocol) ও এর সম্পূরক চুক্তি অনুযায়ী জার্মানির রাজধানী বার্লিনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৮ সালে পুরনো 'Reichs Mark' মুদ্রার বদলে তিন বছরের জন্যে পশ্চিমি

অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে 'Deutsch mark' (DM) চালু করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মার্কিন উদ্যোগের পাল্টা জবাব দিতে প্রায় এক বছর ধরে পশ্চিম বার্লিনকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তারপরে ১৯৫৮-রনভেম্বর মাসে তৎকালীন সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ বার্লিন থেকে সরে আসার জন্য যখন পশ্চিমি শক্তিসমূহকে আহ্বান করেন, তখন আরও একটি ক্ষণস্থায়ী সংকটের সৃষ্টি হয়। আরও এক বার বার্লিন সংকটের উদ্ভব হয় ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে যখন কুখ্যাত বার্লিন প্রাচীর (Berlin Wall) নির্মান করা হয়, যা বার্লিন মহানগরকে দুইভাগে বিভক্ত রেখেছিল ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত।

১৯৫০ সালে 38th parallel (অক্ষরেখা) বরাবর সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়া মর্কিনপন্থী দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় । সেই যুদ্ধে চীন সৈন্য দিয়ে উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করে এবং আমেরিকা জাতিসংঘের সাধারণ সভায় গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য' (Uniting for Peace Resolution) প্রস্তাবে অনুমোদিত জাতিসংঘের বাহিনীর দ্বারা দক্ষিণ কোরিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িত হয়নি| যুদ্ধে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ফলে ১৯৫৩ সালে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল।

শীতল যুদ্ধ চলাকালীন দুই মহাশক্তিধর দেশের মধ্যে জটিলতম রাজনৈতিক সংঘাত ঘটেছিল| ১৯৬২ সালে 'কিউবান মিসাইল সংকট' (Cuban Missile Crisis) কে কেন্দ্র করে, যখন সমগ্র বিশ্ব পরমাণু বিপর্যয়ের মুখে উপনিত হয়|

এই সংকটের আগে দুটি তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটেছিল, যাতে আমেরিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়:

- প্রথমটি ছিল ১৯৬০ সালের মে মাসের U-2 ঘটনাএকটি মার্কিন গোয়েন্দা বিমান U-2 সোভিয়েত আকাশ সীমা লঙ্ঘন করলে তাকে গুলি করে ভূ-পতিত করা ইয় এবং
- দ্বিতীয়টি হল বে অব পিগস ঘটনা (Bay of Pigs incident) যেখানে মার্কিন গুপ্তচরবিভাগ CIA প্রশিক্ষিত বাহিনীকে কিউবার কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্রোর সেনা বাহিনী পরাভূত করে।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থার ইঙ্গিতে CIA কিউবামুখী বড় রকমের সোভিয়েত নৌ প্রেরণের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে শুরু করে। কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত স্থাপনের লক্ষ্যে এই জাহাজ চলাচল হচ্ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অবশ্য সেই বছরের অক্টোবর মাসের ১২ ও ১৩ তারিখে অই সকল ঘটনার বাস্তবতা বারংবার অস্বীকার করে। তার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর একটি U-2 বিমান কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র অধিষ্ঠানের ছবি তোলে যেখানে সোভিয়েতের কুশলী ক্ষেপণাস্ত্রগুলি রাখা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, ঐ মাসের ২০ তারিখে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি কিউবার বিরুদ্ধে নৌ অবরোধের নির্দেশ দেন। যদিও কেনেডি ও ক্রুশ্চেভ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন কিউবা আক্রমণের সংকেত হিসেবে বিমান, নৌ ও

স্থলবাহিনীকে প্রস্তুত করে। অন্য দিকে নির্দ্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বেই, সারা বিশ্বকে আশ্বস্ত করে মস্কো তার সকল ক্ষেপনাস্ত্রকে কিউবা থেকে সরিয়ে আনতে রাজি হয়।

কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) ওপারে তুরস্ক উপকূল থেকে যে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে সোভিয়েত ভূমির দিকে লক্ষ্য করে রাখা হয়েছিল, তার পাল্টা জবাব দিতে মস্কো কিউবায় ক্ষেপনাস্ত্র রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য কারণও ছিল।

প্রথমত, মস্কো তার এই উদ্যোগকে পূর্বজার্মানির স্বীকৃতি ও বার্লিন থেকে পশ্চিমি নৌ সরিয়ে আনার জন্য দর-কষাকষির নিমিত্তরূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ও কিউবার যৌথ প্রতিআক্রমণের ভীতি 'বে অব পিগস-এর মতো যে কোনও প্রয়াসের সম্ভাবনার ভবিষ্যতকে দুর্বল করে দেবে।

তৃতীয়ত, কিউবার ভৌগোলিক অবস্থান আমেরিকার সন্নিকটে হওয়ার ফলে ক্ষেপণাস্ত্রের উড়ানের সময় কমে আসে কয়েক মিনিটে এবং এরই কারণে মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্কের ভারসাম্য মস্কোর পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। গুলি **চতুর্থত,** মস্কোর পক্ষে খরচ সাপেক্ষ আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলির (Inter-Continental Ballistic Missiles ICBM)ওপর নির্ভর করার চেয়ে মধ্যবর্তী সীমা (intermediate) ও মধ্য সীমার (medium range) ক্ষেপণাস্ত্রগুলির উপর নির্ভর করা হবে অনেক বেশি কার্যকরী ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ।

তুরস্ক থেকে ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে আনার মার্কিনি সিদ্ধান্ত মস্কোর জন্য প্রত্যক্ষ লাভ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু অপর দিকে কিউবা থেকে পিছিয়ে আসায় চীন-সোভিয়েত সম্পর্কের ভাঙন ধরে যায়। যেহেতু বেইজিং মনে করেছিল মার্কিন হুমকির মুখে পশ্চাদপসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে এবং সবশেষে ক্রুশ্চেভকে তার পদ হারাতে হয়।

মস্কোর তরফে দীর্ঘকালীন লাভ ছিল নিজের প্রয়োজনে Admiral Groshkov-র নেতৃত্বে মহাসাগরীয় নৌবাহিনী প্রস্তুত করা। যেহেতু মার্কিন নৌ অবরোধকে প্রতিহত করার মতো তাদের নৌশক্তি ছিল না। এ ভাবেই ঘোর পরমাণু যুগেও প্রচলিত অস্ত্রের ব্যবহার বহাল ছিলো|

উনবিংশ শতাব্দীর মার্কিনি মনরো নীতি (Monroe Doctrine) মার্কিন মহাদেশে কোনও ইউরোপীয় শক্তিকে হস্তক্ষেপ থেকে নিরুৎসাহিত করত। কিউবা থেকে সোভিয়েতের ক্ষেপনাস্ত্র অপসারণের মার্কিন দাবি সেই নীতির প্রতি তাদের গভীর বিশ্বাসকে আরেকবার প্রমাণিত করেছিল। কিন্তু এই দুটি দেশের জন্য তো বটেই ও সারা বিশ্বের জন্যও সবচেয়ে বড় লাভ হয়েছিল যে এই সংকটের ফলে পারস্পরিক উত্তেজনা বহুলাংশে কমে আসে এবং তারা সরাসরি যোগাযোগের জন্য নিজেদের মধ্যে হট লাইন স্থাপন করে ও শষ্য লেনদেন সংক্রান্ত কয়েকটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার প্রয়াস বা দাঁতাত GSS
মার্কিন সোভিয়েত সম্পর্ক- ১৯৬৯-১৯৭৯

কিউবান মিসাইল সংকটের অবসান সুত্র ধরে দুই মহা শক্তিধর দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাঝে টান টান উত্তেজনা কমানো ও পারস্পরিক সমঝোতার পথ প্রস্তুত করতে দুই তরফেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় - এই ধরনের প্রয়াসকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় বলে দাঁতাত (detete) - মানে হলো "Easing of Strained Relations especially between States"| eই কারণে একে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না বলে বিরোধ নিবারণ ও সমন্বয় সাধনের সূচনাবিন্দু হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

কিন্তু কিউবান মিসাইল সংকটোত্তর মার্কিন-সোভিয়েত দাঁতাত ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কেনেডি ১৯৬৩ সালে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান এবং ১৯৬৪ সালে ক্রুশ্চেভকে তাঁর পদ হারাতে হয়েছিল। তবে ১৯৬৯ সালে যখন রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন থেকেই মার্কিন-সোভিয়েত দাঁতাত-র অধিকতর আশাসঞ্চারকারী পর্ব আরম্ভ হয়।

গুরুত্বপূর্ণ হেতুটি ছিল আমেরিকার ভিয়েতনাম বিপর্যয়। জার্মানি, কোরিয়ার মতো ভিয়েতনামও ১৯৫৪ সালের 'দিয়েন বিয়েন ফু' যুদ্ধের পরে রাজনৈতিক ও আদর্শগত দিক থেকে ১৭ অক্ষরেখা বরাবর সমাজতান্ত্রিক উত্তর ভিয়েতনাম ও মার্কিন ঘেঁষা দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাঝে বেসরকারি ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। ভিয়েতনামের দুই অংশের মধ্যে তীব্র লড়াই বেঁধে যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরষ্ট্র ক্রমশই বেশি করে সেখানে সামরিক দিক থেকে জড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত মার্কিন সামরিক ব্যয়ের জন্যে মার্কিন সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ হয় ১৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশী|

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি এবং মার্কিন সেনাদের প্রাণহানির ফলে জনমত প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়। তাই ক্ষমতা গ্রহণ করবার পরেই রাষ্ট্রপতি নিক্সন এই ব্যর্থতা থেকে আমেরিকাকে বার করে আনার লক্ষ্যে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

- প্রথমটি হল, ১৯৬৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি এক নীতি (যা নিক্সন বা গুয়ান নীতি হিসেবেই পরিচিত) ঘোষণা করেন – যার বিষয়বস্তু হলো - এরপর থেকে এশীয়রা তাদের নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়বে।
- দ্বিতীয়টি ছিল, তিনি ও তাঁর উপদেষ্টা হেনরি কিসঞ্জার (Henry Kissinger) দুজনে মিলে উত্তর ভিয়েতনামের দুই প্রধান সমর্থক-সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সিদ্ধান্ত নেন, এবং এই ভাবেই দাঁতাত প্রক্রিয়া নতুন ভাবে জেগে ওঠে|
- স্ট্রাটেজিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা (Strategic Arms Race) বা কৌশলগত অস্ত্র (আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, বোমারু বিমান ও আনবিক তথা পারমানবিক বোমা ইত্যাদি) প্রতিযোগিতার গতি কমিয়ে আনার প্রয়োজন হচ্ছে দাঁতাত বাস্তবায়িত করবার আর একটি কারণ।

- বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ভূমিনির্ভর (ICBM - Inter-continental Ballistic Missile), সমুদ্রনির্ভর (SLBM - Submarine-launched Ballistic Missile) মজুত করছিল। ফলত মারণাস্ত্র উৎপাদন দুই পক্ষের জন্যেই ছিলো খরচসাপেক্ষ যদিও অতিরিক্ত অস্ত্র কিন্তু অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে পারেনি|
- ১৯৬৯ সালের শেষে আমেরিকা ও সোভিয়েত হেলসিঙ্কি (Helsinki)-তে Strategic Arms Limitation Talks (SALT) শুরু করে এবং নিক্সন ও লিওনিদ ব্রেজনেভ (Leonid Brezhnev) এ মাঝে, মস্কোতে ২৬ মে ১৯৭২ সালে SALT-I চুক্তি সাক্ষরিত হয়| এই চুক্তি আনুযায়ী আমেরিকা ICBM ও SLBM এর সংখ্যা ১৭১০ এবং সোভিয়েত এর দিকে ২৩৫০ এর মধ্যে সীমিত রক্তে রাজি হয়| এই সংখ্যার তারতম্যের কারণ আমেরিকার MIRV (Multiple Independently Targeted Re-entry vehicle) ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির পারদর্শিতা যা একাধিক লক্ষ্য ধংস করতে পারতো।
- এই চুক্তির মাধ্যমে দুই পক্ষকে ABM (Anti-Ballistic Missile বা ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র)-এর সাহায্যে যে কোন দুটি স্থানকে রক্ষা করবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। দুই পক্ষই একে অপরকে পরমাণু আক্রমণের সম্ভাবনা খোলা রেখেছিল যাতে কোনও পক্ষই কোনওপ্রকার আত্মঘাতী আক্রমণ শুরু করতে না পারে। এটাই **MAD নীতি (Mutual Assured Destruction)** বা **ত্রাসের ভারসাম্য নীতি** (Balance ot Terror)|

সমঝোতার পথে অগ্রসর হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল বাণিজ্যিক স্বার্থ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার পূর্ব ইউরোপের অধীনস্ত দেশগুলি মার্কিনি পুঁজিবাদের কাছে বৃহৎ ও লোভনীয় বাজার হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ১৯৭১ সালে পশ্চিম পুঁজি ও প্রযুক্তিকে তাঁর দেশে সাদর আমন্ত্রণ জানান (২৪ তম পার্টি কংগ্রেসে), দাঁতাত বলে মেনে নিয়েছে। নিক্সন ও কিসিঞ্জার দাঁতাতের জন্য সুকৌশলে দ্বিমুখী 'ক্যারট অ্যান্ড বীক' নীতি (Carrot-and-stick-policy) গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ মতের মিল হলে মস্কোকে নানা সুবিধা দেওয়া আর আমেরিকার কথা না শুনলে শাস্তি দেওয়া। এ ছাড়া, মস্কোর সাথে সহযোগিতা এবং একই সাথে সোভিয়েতের শত্রু (এবং এ যাবৎ আমেরিকারও শত্রু) চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এই ভাবেই আমেরিকা বিরোধিতা এ সুসম্পর্কের বাঁধনে দুইয়ের মাঝে একটা সমতা রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

চীন এবং সোভিয়েতের দূরপ্রাচ্যের ভৌগোলিক সীমারেখায় উসুরি নদী। এই উসুরি (Ussuri) নদী বরাবর ১৯৬৯ সালের মার্চ থেকে চীন-সোভিয়েত সংঘর্ষ নিক্সনের কাছে ঐশ্বরিক উপহার রূপে উপস্থিত হয়। কিসিঞ্জার রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট ও পরে পাকিস্তানের ইসলামাবাদকে ঘাঁটি বানিয়ে চীনের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করেন। তার পরে, তিনি ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে বেইজিং-এ একটি গোপন সফরে যান যার সাংকেতিক নাম পোলো-১। কিসিঞ্জারের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সঙ্গে

মার্কিন মতানৈক্যের প্রশমন এবং বিশেষ করে নিক্সনের ঐতিহাসিক চীন সফরের ভিত্তি তৈরি করা। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নিক্সন চীন সফরে জন এবং 'সাংহাই ঘোষণাপত্রে' (Sanghai Communique) সাক্ষর করেন|

চীন নিক্সনের চীন নীতি বৃহৎশক্তির ত্রিকোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধ্রুপদী দৃষ্টান্তরূপে বিবেচিত হয়। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, মস্কো এই চীন-মার্কিন সম্পর্কের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়েছিল। ১৯৭২-এর মার্চ মাসে উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের সমালোচনা করলেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই বছরের মে মাসের জন্য নির্ধারিত নিক্সনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক বাতিল করেনি। উপরন্তু, চীন-মার্কিন দাঁতাত-এর পাল্ট জবাব হিসাবে সোভিয়েত সরকার মার্কিন মিত্রদেশ পশ্চিম জার্মানির প্রধানমন্ত্রী (ভিলি ব্রান্ট) র সঙ্গে সমঝোতায় আসে। পশ্চিম জার্মানির সাথে সোভিয়েতের বৈঠক মার্কিন নেতৃবৃন্দের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভারত-পাক যুদ্ধ বাধবার আগে জুলাইতে মস্কো ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি (Indo-Soviet Friendship Treaty) সাক্ষর করে| এই চুক্তি পরোক্ষ ভাবে চীন-মার্কিন-পাকিস্তান অক্ষশক্তির বিরোধিতা করে এবং ভারতকে যুদ্ধে যোগ দিতে সক্ষম করে।

১৯৭০-এর দশকে দুই মহাশক্তিধর দেশ মোটামুটি ভাবে দাঁতাত মেনে চলে। দুপক্ষই পরিবেশ সংরক্ষণ, ওষুধ, মহাকাশ-গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বেশ কয়েকটি দ্বি পাক্ষিক সহযোগিতা চক্তি সম্পাদন করে। তা ছাড়া, দুই দেশই একে অপরকে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের (Most Favoured Nation) মর্যাদা প্রদান করবার জন্য একটি যৌথ বাণিজ্যিক কমিশন গঠন করতে সম্মত হয় এবং পণ্যচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

দাঁতাত (Detene) - এর অবসান :

বিশ্বরাজনীতির প্রভাবে দাঁতাত যে ধরনের প্রাণচঞ্চলতা সঞ্চার করেছিল, ওয়াটারগেট কেলেংকারীকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পদত্যাগে সে প্রবাহে ভাটার টান আসে (*ওয়াটারগেট কেলেংকারী - ওয়াশিংটনের হোটেল ওয়াটারগেটে অবস্থিত বিরোধী পার্টি ডেমোক্র্যাটদের অফিসে নিক্সন আড়িপাতার অনুমতি দেন। এই খবরটি দুই সাংবাদিক ফাঁস করে দেয়*)।

নিক্সন-কিসিঞ্জারের দাঁতাত নীতির সমালোচকরা এই প্রক্রিয়ার প্রবল বিরোধিতা করেন প্রথমত, তাঁরা SALT-1 চুক্তি মোতাবেক মার্কিন সামরিক সম্ভারে কৌশলগত মারণাস্ত্র সোভিয়েতের তুলনায় কম - এই বিষয়টি পছন্দ করেননি। সেই কারণবশত: তাঁরা নিক্সনের উত্তরসূরী রাষ্ট্রপতি ফোর্ডকে মস্কোর সঙ্গে ১৯৭৪ সালে ভলাদিভস্তক চুক্তি (Vladivostok Accord) স্বাক্ষর করতে রাজি করায়। এই চুক্তি অনুযায়ী দুই পক্ষের জন্যই ক্ষেপাস্ত্রের উপরিসীমা ২৪০০ তে উন্নীত করা হয় এবং MIRV-র উপরিসীমা ২৩২০ তে স্থির করা হয়।

দ্বিতীয়ত, পণ্য চুক্তির তার বিরোধিতা করে এক কারণে যে ধার্যকৃত দাম বাজারদরের থেকে কম রাখা হয়েছে এবং সোভিয়েতে শস্য রপ্তানির জন্য আমেরিকাতে রুটির দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মস্কোর প্রতি অসন্তোষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেড অ্যাক্ট এ Jackson-Vanik সংশোধনী (১৯৭৪) মার্কিন প্রশাসনকে সেভিয়েতের প্রতি MFN (Most Favoured Nation) মর্যাদা প্রদান থেকে বিরত রাখে। এর পিছনে দাঁতাত বিরোধী মার্কিন সেনেটর হ্যাকসনের যুক্তি ছিল যতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দেশ থেকে, আমেরিকার বিবেচনায় 'সন্তোষজনক' হারে ইহুদিদের দেশান্তরী হওয়ার অনুমতি না দেবে, তত দিন তাকে MFN মর্যাদা দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয় বা নয়া শীতল যুদ্ধ

আশির দশকে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের বিশেষ ঘটনা ঘটে। একদিকে যেমন স্বয়ং রেগনের প্রিয় স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিসিয়েটিভ (Strategic Defence Initiative-SDI) অথবা 'তারকযুদ্ধ' কর্মসূচী (Star Wars Programme) গৃহীত হয় আবার অন্যদিকে স্বাক্ষরিত হয় 'ইন্টার মিডিয়েট রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্স' Inter mediate-range Nuclear Force (INF) চুক্তি ও SALT চুক্তিদ্বয়ের উত্তরসূরী স্টার্ট (START)।

মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা CIA, ১৯৭৭ সালেই মত প্রকাশ করেছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি তার নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করবার লক্ষে নয়টি নতুন বড় মাপের Phased array radar তৈরির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, যদিও তা দ্বি-পাক্ষিক ABM চুক্তিকে (SALTI-এর অংশ, ১৯৭২-এ স্বাক্ষরিত) লঙ্ঘন করেছে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি রেগন সোভিয়েত SS-18 এবং S-19 ক্ষেপণাস্ত্রের আবির্ভাবে শঙ্কা প্রকাশ করেন।

মার্কিন SDI কর্মসূচী : মার্কিন মহলে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সোভিয়েতের এই আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক সামর্থবৃদ্ধি আমেরিকার ক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে। রেগন সরকার আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, শুধুমাত্র SS-18এবং SS-19 ক্ষেপণাস্ত্রগুলির ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত ক্ষেপণাস্ত্র এবং বোমারু বিমান শক্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। MAD নীতি যা পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আক্রমণ থেকে বিরত রেখেছিল তা অচল হয়ে পড়েছে। রেগনের মতে, সোভিয়েমত আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নতুন ধাঁচে গঠন করা প্রয়োজন। সেই কারণে ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ রেগন কয়েক হাজার কোটি ডলার ব্যয় সাপেক্ষ SDI কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচী ছিল উপগ্রহ সম্বলিত বহুস্তর বিশিষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা মহাকাশে লেসার ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ভুমিতে অবস্থিত ABM দ্বারা গঠিত। সাধারণত, একটি শূন্যে উড়ন্ত ক্ষেপণাস্ত্র কম-বেশি চারটি পর্যায় থাকে Boost 4, Post-boost 4, mid-course ও terminal Phase বা অন্তিম পর্ব। প্রতিটি পর্যায়ের জন্য SDI আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথের প্রথম তিনটি পর্যায়েই SDI মহাকাশে

তাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেবে। এক ঝাক আক্রমণকারী ক্ষেপণাস্ত্রের কয়েকটি হয়তো চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে কিন্তু তাদের ভূমিতে অবস্থিত ক্ষেপণাস্ত্র বিধ্বংসী পাল্টা (Anti-ballistic missile, ABM) প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

এই SDI কর্মসূচী ১৯৮৩-৮৮ সময়কালে বাস্তবায়ণের জন্য প্রায় ১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি চর্চা (Defence Technology Study) প্রকল্পের ব্যয় ঐ একই মেয়াদে ২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ধার্য করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন SDI-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত সুবিধা ভোগ করবে। এই প্রসঙ্গে সমালোচকেরা SDI সংক্রান্ত বিপুল ব্যয়ের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং আশঙ্কা করেছিলেন SDI রূপায়িত হলে মহাকাশে অস্ত্রের ভীড় জমবে যা প্রকারান্তরে ১৯৬৭ সালে স্বাক্ষরিত বহিরমহাকাশ চুক্তি (Outer Space Treaty) অর্থহীন হবে|

লক্ষ্যণীয়ভাবে, SDI কর্মসূচীর পাশাপাশি রেগন সোভিয়েত ইউনিয়নের আরেকটি নজির সৃষ্টিকারী চুক্তিতে আমেরিকাকে আবদ্ধ করেন। এর ফলস্বরূপ মাঝা পাল্লার MIRV (বহুমুখী ক্ষেপণাস্ত্র) ও চলমান SS-20 ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ইউরোপের মাটি
থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ৫০০ থেকে ৫৫০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র INF হিসেবে চিহ্নিত হয়| INF সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয় ১৯৮১ সালে। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গোর্বাচেভ রেগনের আহ্বানে সাড়া দেন ও সোভিয়েত তথা মার্কিনি INFর সম্পূর্ণ বিনাশসাধনে রাজি হন।

ব্রিটিশ ও ফরাসি INF এবং SDLএর সাথে INF চুক্তি জড়িয়ে রাখার সোভিয়েত শর্ত তিনি প্রত্যাহার করেন।অবশেষে ১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে INF চক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার আরেক নিদর্শনরূপে একটি পারস্পরির স্মারকলিপিও (Memorandum of Understanding) সাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট INF সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ওপর তথ্য আদান-প্রদানে দুই তরফই সম্মত হয়। এই চুক্তির ফলস্বরূপ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইতালি, পূর্বজার্মানি ও চেকোল্লোভাকিয়ার সর্বমোট কুড়িটি ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিকে অনুসন্ধানের আওতায় আনা হয়।

এই চুক্তিতে নির্ধারিত হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে ১৭৬৬ ও ৮৪৬ টি INF ক্ষেপণাস্ত্র ধংস করবে| এছাড়াও, আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের মিত্রদেশগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন মোট ২৮০টি সাইটে অনুসন্ধানকার্য চালাতে পারবে। অনুরূপ ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪০০টি অনুসন্ধান কার্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদেশ পূর্ব জার্মানি ও চেকশ্লোভাকিয়ায় চালাতে পারবে। এই প্রথম

ক্ষেপণাস্ত্রের এক সম্পূর্ণ প্রজন্ম (৫০০ থেকে ৫৫০০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র INF) দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়।

রাষ্ট্রপতি রেগন ১৯৮২ সালের জুন থেকে কৌশলগত যুদ্ধাস্ত্র সংখ্যা কমানোর সার্থে Strategic Arms Reduction Talks এর (প্রথম দফা) মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। উল্লেখ্য যে রেগন দুইভাবে তথাকথিত সোভিয়েত হুমকিকে প্রতিহত করতে সচেষ্ট হন –
এক, SDM জোরে বলিয়ান হয়ে মস্কোর তথাকথিত আণবিক আক্রমণের ক্ষমতাকে খর্ব করা, ও ক্ষেপণাস্ত্রশক্তিতে সোভিয়েত অগ্রসরতাকে নানাপ্রকার আপোষ ও চুক্তিদ্বারা রোধ কর, যেমন INF ও START-এর মাধ্যমে (যদিও শেষোক্ত সন্ধিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল রেগনের পরবর্তীকালে, ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই)। START-I চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ও গোর্বাচেভের মধ্যে। ইউক্রেন, কাজাকিস্থান ও বেলারুশ প্রভিতি দেশে সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র থাকবার দরুন ১৯৯২ সালের ২৩ মে লিসবন বিধি (Lisbon Protocol) অনুযায়ী তাদেরও চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

START-I চুক্তি উভয় অমিতশক্তিধর রাষ্ট্রিকে সর্বোচ্চ ১৬০০টি Strategic-Nuclear Delivery Vehicles এবং ৬০০০ মিসাইল (warhead) রাখবার বিষয়টি অনুমোদন করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। ফলত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র রাশিয়াকে ICBM-এর সংখ্যা সোভিয়েত আমল থেকে অর্ধেক হ্রাস করতে হয়েছিল। এ ছাড়া চুক্তিরশর্তাবলী অনযায়ী কাজাকিস্থান ১৯৯৫ সালে সে দেশে অবস্থিত সোভিয়েত পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেয় ধ্বংস করার জন্য। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে বেলারুশকেও কাজাকিস্থানের পথ অনুসরণ করতে হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন' আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে ঘোষণা হিসাবে জারি করা হয়। ফলে পতনের পর ১২টি সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র নিয়ে, "স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রমণ্ডল" নামক ১টি অবিভক্ত অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক সংগঠন তৈরি হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে প্রসূতঃ ১. আজারবাইজান, ২. আর্মেনিয়া, ৩. ইউক্রেন, ৪. এস্তোনিয়া, ৫. উজবেকিস্তান, ৬. কাজাখস্তান, ৭. কিরগিজিস্তান, ৮. জর্জিয়া, ৯. তাজিকিস্তান, ১০. তুর্কমেনিস্তান, ১১. বেলারুশ, ১২. মলদোভা, ১৩. রাশিয়া, ১৪. লাতভিয়া, ১৫. লিথুয়ানিয়া

ঘোষণাটি সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস (সিআইএস) তৈরি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অষ্টম ও চূড়ান্ত নেতা সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট

মিখাইল গর্বাচেভ পদত্যাগ করেছেন, তার অফিস বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং সোভিয়েত পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের জন্য কোডগুলি নিয়ন্ত্রণসহ - রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলৎসিনের কাছে হস্তান্তর করেছেন। এক সন্ধ্যায় সোভিয়েত পতাকা শেষ সময় ক্রেমলিনের কাছ থেকে নেমে এসেছিল এবং বিপ্লবী রাশিয়ার প্রাক্তন পতাকায় প্রতিস্থাপিত হয়।

পূর্বে, আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, সমস্ত স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্র, রাশিয়ায় সহ, ইউনিয়ন থেকে সরে যায়। ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তির এক সপ্তাহ আগে, ১১ প্রজাতন্ত্রের স্বাক্ষরিত আলম-আতা প্রোটোকল আনুষ্ঠানিকভাবে সিআইএস প্রতিষ্ঠা করে এবং ঘোষণা করে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্তিত্ব অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৯ সালের বিপ্লব এবং ইউএসএসআর বিলোপের উভয়ই এছাড়াও শীতল যুদ্ধের শেষ ইঙ্গিত দেয়।

সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বেশ কয়েকটি রাশিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং স্বাধীন ও কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস, ইউরেশীয় ইকনমিক কমিউনিটি, ইউনিয়ন স্টেট, ইউরেশীয় কাস্টমস ইউনিয়ন এবং ইউরেশীয় ইকোনমিক ইউনিয়নের মতো বহুজাতিক সংস্থা গঠন করেছে যা অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। । অন্য দিকে, শুধুমাত্র বাল্টিক রাষ্ট্র ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করেছে।